নিউজ@9
Find us on
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB + APD

১৩ কার্তিক ১৪২৭ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 30 October 2020 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

পুলওয়ামায় হামলা কবুল করে সাফল্য দাবি পাকিস্তানের

›› আটের পাতায়

আইটি সেলের অতি সক্রিয়তায় অস্বস্তিতে বিজেপি

সুভাষ বর্মন ● ফালাকাটা

২৯ অক্টোবর : সোশ্যাল মিডিয়ায় যুবনেতাদের অতি সক্রিয়তায় ফালাকাটায় বিজেপির অস্বস্তি বাড়ছে। সম্প্রতি দলের আইটি সেলের বেশ কয়েকজন নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি বা ভিডিও লাইক, পোস্ট বা শেয়ার করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। সূত্রের খবর, যুবনেতাদের একাংশের এই অতি সক্রিয়তা নিয়ে বিজেপির অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে। এক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের বিষয়ে বাড়তি সুযোগ পেতে পারে বলে গেরুয়া শিবিরে চর্চা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আইটি সেলের মাধ্যমে এসব করাচ্ছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। বিজেপির দিকে বাড়তি নজরদারি শুরু হয়েছে বলে তৃণমূল নেতারা জানিয়েছেন। বিজেপির পালটা দাবি, সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও বড় ঘটনার ক্ষেত্রে তৃণমূলের নেতা বা সমর্থকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে না। কিন্তু বিজেপির কেউ সামান্য কিছু করলেই তাঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়।

বিজেপির আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'দলের তরফে যুবদের বারবার সতর্ক করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ মাঝেমধ্যে ছোটখাটো ভুল করে চলেছেন।' তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গঙ্গাপ্রসাদবাবু বলেন, 'আমাদের চেয়েও তৃণমূলের লোকজন সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় বড় ঘটনা নেতিবাচকভাবে প্রচার করে। তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। ওদের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানালেও কোনও পদক্ষেপ করা হয় না।' দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন বলেন, 'তবে এজন্য আমাদের কোনও অস্বস্তি বাড়ছে না। সংগঠনের ক্ষতিরও প্রশ্ন নেই। কারণ, পুলিশ ও প্রশাসন যে কতটা দলদাসে পরিণত হয়েছে তা সাধারণ মানুষ ভালোমতোই জানে।'

ফালাকাটায় কয়েক মাসের ব্যবধানে সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট সংক্রান্ত অভিযোগে বিজেপির চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কেউ আইটি সেলের সক্রিয় সদস্য, কেউ যুব নেতা বা দলের সমর্থক। বারবার একইরকমের ঘটনায় বিজেপির চাপ বাড়ছে। সূত্রের খবর, গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে ফালাকাটায় বিজেপি ভালো স্থানে রয়েছে। কিছুদিন আগে উপনির্বাচনের সম্ভাবনা থাকায় গেরুয়া শিবির এই বিধানসভা কেন্দ্রে ভালোভাবেই ঘর গুছিয়ে নেয়। দলের পাশাপাশি আরএসএস, শাখা সংগঠন পুজোতেও জনসংযোগ চালিয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য করেই দল এগোচ্ছে। তবে যুবনেতাদের একাংশের অতি সক্রিয়তায় দলকে বিপাকে পড়তে হবে বলে দলের নেতাদের একাংশের আশঙ্কা। এসব ঘটনা কেন ফালাকাটাতেই বারবার হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় নেতাদের কেন সতর্ক করা হচ্ছে না, এসব নিয়েও দলের ভিতরে প্রশ্ন উঠেছে।

এরপর বারোর পাতায়

দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

দিল্লিতে গিয়ে নালিশ ধনকরের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

২৯ অক্টোবর : বিরোধীদের চেয়েও রাজ্যপালের মুখে কড়া ভাষা। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে প্রায়ই সমালোচনা করে থাকে বিরোধীরা। আরও একধাপ এগিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর অভিযোগ করলেন, চূড়ান্ত নৈরাজ্য চলছে বাংলায়। ভেঙে পড়েছে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো। প্রশাসনিক ব্যর্থতা চরমে। রাজ্যপালের বাছা বাছা শব্দচয়ন অস্বস্তিতে ফেলেছে এমনকি বিজেপিকেও। দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, 'এসব রাজ্যপালের বিষয়, আমার নয়' বলে মন্তব্য এড়িয়েছেন সাংবাদিক বৈঠকে। তিনি অবশ্য বলেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি সবাই বলে থাকেন। উনিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। রাজ্য বিজেপির আরেক নেতা শমীক ভট্টাচার্য শুধু বলেন, বাংলায় রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর রক্তাক্ত। রাজ্যের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থেকে রাজ্যপাল সেকথাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তৃণমূল তো বটেই, সিপিএম, কংগ্রেসও রাজ্যপালের বক্তব্যকে ভালো ভাবে নেয়নি। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বৃহস্পতিবার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একঘণ্টা বৈঠক করেন। বৈঠকে শুধু রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দৈন্যদশা নয়, রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনের রাজনৈতিক ভূমিকা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারীর নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যপাল উবাচ

- মুখ্যমন্ত্রী না মানেন সংবিধান, না মানেন আইনের শাসন
- রাজ্য পুলিশের ডিজির ওপরে রয়েছে তাঁর 'সুপার বস'
- রাজ্য ক্রমশ বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে
- সরকারি অফিসাররা রাজনৈতিক কর্মীর মতো আচরণ করছে

পরে বঙ্গভবনে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যপাল বলেন, 'খুবই ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। গত একবছরে যা অপশাসন, প্রশাসনিক অপটুতা, সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও আইনশৃঙ্খলার হতশ্রী রূপ দেখেছি, তা তুলে ধরেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে।' খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি নালিশ জানিয়ে এসেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। ধনকরের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রোটোকল ভেঙে তাঁর সঙ্গে আচরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী না মানেন সংবিধান, না মানেন আইনের শাসন। রাজ্যের আইপিএস, আইএএস অফিসাররা প্রথম সারির রাজনৈতিক কর্মীদের মতো আচরণ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে একজন নিরাপত্তা উপদেষ্টা আছেন, যিনি অবসরপ্রাপ্ত ডিজি। তিনি কী করছেন? রাজনৈতিক কাজে যুক্ত থাকাই কী তাঁর শুধু কর্তব্য? সর্বোচ্চ প্রশাসন ঘুমিয়ে রয়েছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে প্রশাসনকে চিঠি লিখলে কোনও উত্তর মেলে না।' এদিন ধনকরের নিশানায় ছিলেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিৎ করপুরকায়স্থ।

এরপর বারোর পাতায়

মিহিরকে নিয়ে দড়ি টানাটানি

বিজয়া করতে বাড়িতে নিশীথ

কোচবিহার, ২৯ অক্টোবর : গত দু'দিন ধরে জেলা তৃণমূলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতারা তাঁর বাড়িতে যাচ্ছিলেন মানভঞ্জন করতে। আর বৃহস্পতিবার সেই মিহির গোস্বামীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর অভিমানকে আরও উসকে দিলেন বিজেপির কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ককে নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির কার্যত দড়ি টানাটানিতে জেলার রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন উঠেছে। এদিন মিহিরবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ একান্তে বৈঠক করেন নিশীথ প্রামাণিক। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য দুজনই জানিয়েছেন, এটা নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ। এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই।

পার্থপ্রতিম রায় কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকেই তাঁর দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে জেলায় দলের বিধায়কদের একাংশের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে দলের প্রবীণ বিধায়ক মিহির গোস্বামী অন্যতম। গত ২ অক্টোবর কোচবিহারে দলের জেলা কমিটি ও ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা হওয়ার পর মিহিরবাবু ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মিহিরবাবুর অভিযোগ ছিল, ব্লক সভাপতিদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় তাঁর মতামতকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এতটাই ক্রুদ্ধ হন যে কমিটি ঘোষণার পরদিনই মিহিরবাবু কোচবিহারে নিজের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দলীয় সমস্ত রকমের সাংগঠনিক পদ থেকে নিজের অব্যাহতির কথা ঘোষণা করেন। এরপরই মিহির গোস্বামী বিজেপিতে যাচ্ছেন কি না তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়।

কোচবিহারে দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে হাজার চেষ্টা করেও দল আর তাঁকে আনতে পারেনি। এছাড়াও সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য নেতা সায়ন্তন বসু কোচবিহারে এসে সংবাদমাধ্যমের কাছে মিহিরবাবুকে ভালো মানুষ বলে সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়েছেন। পাশাপাশি বলে গিয়েছেন মিহিরবাবু দলে এলে তাঁকে স্বাগত জানাবেন। এতে মিহিরবাবুর বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে কোচবিহারে গুঞ্জন আরও বাড়তে থাকে। বৃহস্পতিবার সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক মিহিরবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ একান্তে বৈঠক করে জল্পনা উসকে দেন।

বৈঠক নিয়ে মিহিরবাবু বলেন, 'সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক আজ আমার বাড়িতে এসেছেন বিজয়া করতে। এতে আমি খুবই খুশি। একসময় নিশীথ আমার দলের সক্রিয় নেতা ছিলেন। এটা একান্তই সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। এর পিছনে রাজনীতির কোনও ব্যাপার নেই।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে সাংসদ তৃণমূলের অন্য কোনও মন্ত্রী বা নেতার বাড়িতে না গিয়ে বিক্ষুব্ধ মিহিরবাবুর বাড়িতে কেন এলেন? মিহিরবাবু বলেন, 'আসলে মন যাকে টানে। যার কাছে যাওয়ার জন্য মন টানে তার কাছেই তো আসবে।' দলে কোণঠাসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কোণঠাসা নই। তবে সম্মান বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছি।' বিরোধী দলের সাংসদের আসার বিষয়টি দল কীভাবে নেবে- এই প্রশ্নে মিহিরবাবুর জবাব, 'একটা গণতান্ত্রিক দলের প্রতি আরেকটা গণতান্ত্রিক দল যদি সম্মান জানাতে না পারে তাহলে সেই দলের ক্ষতি হয়।

এরপর বারোর পাতায়

নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে খোশমেজাজে মিহির গোস্বামী। ছবি : জয়দেব দাস

চা বাগানের ডাক্তারদের প্রথম দফায় ভ্যাকসিন

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার জেলার সব চা বাগানের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীকে করোনা ভ্যাকসিন দিতে তালিকা তৈরি করছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে ওই তালিকা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। শুক্রবার ওই তালিকা রাজ্যে পাঠাবে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ গিরীশচন্দ্র বেরা বলেন, 'রাজ্যের নির্দেশে আমরা জেলার চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা তৈরি করছি। সেখানে চা বাগানের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকেও রাখা হয়েছে। করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্যই ওই তালিকা শুক্রবার আমরা রাজ্যে পাঠাব।' জেলার অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি চা বাগানের স্বাস্থ্যকর্মীদেরকেও টিকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি চা বাগানের প্রশাসন থেকে বিভিন্ন সংগঠন।

আলিপুরদুয়ার জেলায় মোট ৬৪টি চা বাগান আছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ বাগানেই স্বাস্থ্য পরিষেবা তেমন ভালো নয়। সব চা বাগানের হাসপাতালে ডাক্তারও নেই। তাই চা বাগানের শ্রমিকরা ব্লক হাসপাতালগুলির ওপরই নির্ভরশীল। করোনা পরিস্থিতিতে জেলার চা বাগানগুলির এই অবস্থা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ফলে করোনা শুরু হওয়ার প্রথমদিকেই চা বাগানের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সব তথ্য আদানপ্রদানের জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগের কথা বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। করোনা মোকাবিলার জন্য প্রথম থেকেই চা বাগান কর্তৃপক্ষকে নিয়ে দফায় দফায় মিটিংও করেন স্বাস্থ্যকর্তারা।

তালিকা তৈরি

- জেলার চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা তৈরি হচ্ছে
- চা বাগানের ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরাও তালিকায়
- শুক্রবার তালিকা রাজ্যের কাছে পাঠানো হচ্ছে
- স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে চা শ্রমিক সংগঠনগুলি খুশি

সেই সূত্রে চা বাগানগুলি তাদের শ্রমিকদের সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ করেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বেশ কয়েকটি চা বাগানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীও নিয়োগ করা হয়। তা সত্ত্বেও জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্বেগ কমেনি। তবে, এখনও পর্যন্ত জেলায় যতজন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন তার মধ্যে চা বাগানের তুলনায় গ্রাম ও শহরেই সংক্রামিতের সংখ্যা বেশি।

জেলার একাধিক চা বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামান্য পরিকাঠামো এবং কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়েই বাগানের চিকিৎসকরা করোনা পরিস্থিতিতে কাজ করে যাচ্ছেন। চা বাগানে চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের জন্যই এখনও পর্যন্ত জেলায় করোনা নিয়ন্ত্রণেই আছে। এই অবস্থায় করোনা ভ্যাকসিন জেলার সাধারণ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে চা বাগানের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও তালিকায় রাখা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি চা বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন।

মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, 'স্বল্প পরিকাঠামোর মধ্যেই আমাদের বাগানগুলিতে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভিড মোকাবিলার সঙ্গে অন্য চিকিৎসা পরিষেবাও দিয়ে চলছেন। তাই কোভিডের ভ্যাকসিন তাঁদের আগে দেওয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাকে সাধুবাদ জানাই।

এরপর বারোর পাতায়

নজরকাড়া

কোচবিহারে মুখ থুবড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা

›› *পাঁচের পাতায়*

বিজেপির সঙ্গী হতে মরিয়া মায়াবতী

›› *নয়ের পাতায়*

এলাকার দখল নিয়ে লড়াই চান্দামারিতে

›› *বারোর পাতায়*

ভারী বৃষ্টিতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৯ অক্টোবর : অসময়ের ভারী বৃষ্টিতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বোনা আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার ফলে এবার আলুর ফলন ব্যাপক মার খাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চলতি বছরে এমনিতেই আলুর দাম চড়া। তার উপর এবার আলুর ফলন মার খেলে আগামী বছর দামে বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।

বৃষ্টিতে মাথাভাঙ্গায় আলুর ক্ষতি হয়েছে। চাষিরা জানিয়েছেন, প্রতি বিঘা জমিতে আলু চাষের জন্য ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করেছেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে ভারী বৃষ্টি সব শেষ করে দিয়েছে। চাষিরা এখন দিশেহারা। চাষিরা বলেন, জমিতে লাগানো আলু পচে যাচ্ছে। বৃষ্টির পরবর্তী সময়ে আলু বীজের দাম বেড়ে গিয়েছে। তাই নতুন করে আলু লাগানোর ক্ষমতা সবার নেই। স্বাভাবিকভাবেই আলুচাষিরা দিশেহারা। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ মলয়কুমার মণ্ডল জানান, বৃষ্টির ফলে ফুলবাড়ির ওই এলাকায় মাঠে লাগানো আলুতে পচন ধরেছে এমন কোনও খবর আমাদের কাছে নেই। কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক খুব তাড়াতাড়ি এলাকা পরিদর্শন করবেন।

মহাষ্টমীর রাত থেকে টানা বর্ষণে মাথাভাঙ্গা মহকুমাজুড়ে আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন ও লংকার মতো রবিশস্য চাষে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সামনে পড়েছেন। বিশেষ করে মাথাভাঙ্গা মহকুমার মানসাই নদীর চর এলাকায় এবং উঁচু জমিতে যাঁরা আলু চাষ করেন তাঁদের বপন করা আলুবীজ বৃষ্টিতে পচে গিয়ে চাষিরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। কৃষি বিভাগের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের এডিএ দেবযানী হালদার জানান, ইতিমধ্যে ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। মাথাভাঙ্গা মহকুমা কৃষি আধিকারিক শ্যামল সাহা জানান, পুজোর ছুটিতে অফিস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে গোটা মহকুমায় আলু ও অন্যান্য রবিশস্য চাষের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে সমস্ত আলুচাষি কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতাভুক্ত তাঁরা শস্যবিমার ক্ষতিপূরণ পাবেন। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেপিএস অরুণ সাহা বলেন, 'এবছর আলুবীজের দাম গতবছরের তুলনায় বেশি হওয়ায় কৃষকরা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন।

এরপর বারোর পাতায়

মাথাভাঙ্গায় মাঠে লাগানো আলুবীজে পচন ধরেছে। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল